ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।

শ্রীভগবদগীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের এই শ্লোকে আমি অমৃত অব্যয়ে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ প্রতিমা। যেমন—চিনির রস ঘন পরিপাকে চিনির পুতুল হইয়া থাকে, তেমনই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দরসই অঘটন ঘটন-পটীয়সী চিন্ময়ী যোগমায়াশক্তির বৈচিত্রীতে ভগবদ্রূপে অভিব্যক্ত—এই উক্তিতে "পরতত্ত্বের" অর্থাৎ পারমার্থিকশ্রেষ্ঠত্বের শ্রীভগবদ্রূপেই পর্য্যবসান থাকা জন্যই অর্থাৎ সবিগ্রহ শ্রীভগবান্‌ই অন্যনিরপেক্ষ পরতত্ত্ব; এইজন্য সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিযুক্ত বলিয়া শ্রীভগবানই জগতের জন্ম স্থিতি নাশের হেতু ইত্যাদি হেতুতে "সত্যং পরং ধীমহি"—এই বাক্যে পরশব্দ শ্রীভগবান্‌ই অভিহিত হইয়াছেন এবং সেই শ্রীভগবানেই ধ্যানের প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই উপক্রমবাক্যেও ভক্তির ধ্যানাঙ্গরূপ অভিধেয়ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। পরমাত্মসন্দর্ভের "জন্মাদ্যস্য" ইত্যাদি শ্লোকটির তাৎপর্য্য শ্রীভগবানেই পর্য্যবসান করিয়া বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

"কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা"

ইত্যাদি উপসংহার শ্লোকেও "জন্মাদ্যস্য" ইত্যাদি উপক্রম শ্লোকের মত "সত্যং পরং ধীমহি"—এইরূপ অবিকৃত একই পদ উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব, এই পর শব্দের বাচ্য শ্রীভগবান্; যেহেতু শ্রীভগবানই শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা। সংক্ষেপে তিনিই শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্য প্রতিপাদ্য পরমগুহ্য ভগবজ্‌জ্ঞান, ভগবদনুভব, ভগবৎপ্রেম এবং ভগবৎপ্রেম-প্রাপ্তির অব্যভিচারী উপায় সাধনভক্তি, এই চারিটি বস্তু শ্রীব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। উপক্রম শ্লোকেও যেমন—"তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে" অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টির প্রথমে বেদার্থতাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—এইরূপ উল্লেখ আছে, তেমনই উপসংহারবাক্যেও "কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা" অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মার নিকটে সাধ্য-সাধনাদি তত্ত্বজ্ঞানের প্রদীপস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই সত্যরূপ "পর" অর্থাৎ ভগবান্‌কে ধ্যান করিবার যোগ্যতা প্রার্থনা করি এইরূপ উপক্রম ও উপসংহারবাক্যে শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য শ্রীভগবানের ধ্যানেই পর্য্যবসান করা আছে।

শাস্ত্রের নিয়ম করা আছে—ছয়টি লক্ষণের দ্বারা শাস্ত্র-তাৎপর্য নির্ণয় করিতে হয়। অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রসঙ্গানুরোধে অনেক বিষয়েরই সমালোচনা করা হয় বটে, কিন্তু শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় কি—এইটি জানিতে হইলে উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস (পুনঃপুনঃ উল্লেখ) এবং অপূর্ব্বফল,